RAMAKRISHNA MISSION VIDYAMANDIRA

(Residential Autonomous College affiliated to University of Calcutta)

B.A./B.Sc. SECOND SEMESTER EXAMINATION, MAY 2018

FIRST YEAR [BATCH 2017-20]

Date : 17/05/2018 **BENGALI (Language)**

Time : 3 pm – 4 pm **Paper : II** Full Marks : 25

১। ''আমরা এক বিড়ম্বিতকালে জন্মেছি। আমাদের বাল্যকাল বা আমাদের কিশোর বয়স যেসময়ে কাটে সেসময়ে দেখেছি বাংলার পরিপূর্ণ রূপ। রবীন্দ্রনাথ তাঁর দিগ্বিজয়ী প্রতিভায় সাহিত্যকীর্তির তুঙ্গে অবস্থান করেছেন, কল্লোলগোষ্ঠির সাহিত্যকর্মে বাংলাসাহিত্য নব-বিকশিত, স্কুল-কলেজ ও যুবসমাজে জাতীয়-আন্দোলন পূর্ণ প্রসারী। রূপকথা, পাঁচালী আর বারো মাসের তেরো পার্বণের গ্রামবাংলা নবজীবনের আশায় থৈ থৈ করছে। এমন সময়, এলো যুদ্ধ, এলো মন্বন্তর, দেশের সর্বনাশ ঘটিয়ে দেশটাকে টুকরো করে আদায় করল ভগ্ন স্বাধীনতা। সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার বন্যা ছুটল চারদিকে। গঙ্গা পদ্মার জল ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে গেল। এ আমাদের নিজের চোখে দেখা অভিজ্ঞতা। আমাদের স্বপ্ন গেল বিলীন হয়ে। আমরা এক লক্ষ্মীছাড়া জীর্ণ বাংলাকে আঁকড়ে ধরে মুখ থুবড়ে রইলাম। এ কোন্ বাংলা, যেখানে দারিদ্র আর নীতিহীনতা আমাদের নিত্যসঙ্গী, যেখানে কালোবাজারী আর অসৎ রাজনৈতিকের রাজত্ব, যেখানে বিভীষিকা আর দুঃখ মানুষের নিয়তি!

আমি যে-কটি ছবিই শেষের দিকে করেছি, কল্পনায় ও ভাবে এই বিষয়ে থেকে মুক্ত হতে পারি নি। আমার সবচেয়ে যেটা জরুরি বলে বোধ হয়েছে সেটা: এই বিভক্তবাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা, বাঙালীকে নিজেদের অতীত ও ভবিষ্যত সম্পর্কে সচেতন করে দেওয়ার প্রয়োজনীয়তা। শিল্পী হিসেবে সর্বদাই সৎ থাকতে চেষ্টা করেছি, কতটুকু কৃতকার্য তা ভবিষ্যৎ উত্তরাধিকারেই বলবে।

'সুবর্ণরেখা' ত্রুটিমুক্ত ছবি নয়। এতে যে-কাহিনী নির্বাচন করা হয়েছে তা খুব চড়াসুরের মেলোড্রামা। একটা পর্বের সংগে আর একটা পর্বকে মিলিয়ে মিলিয়ে এই ছবির কাহিনীটি বিস্তার করেছি, a story of fatefull coincidences। এভাবে কাহিনীকে গ্রন্থনা করার উপমা আগের অনেক উপন্যাসে পাওয়া যাবে। যেমন রবিঠাকুরের গোরা বা নৌকাডুবি, কি শেষের কবিতা। যেখানে কাহিনীকে বলে যাওয়াই লেখকের একমাত্র বক্তব্য নয়, ঘটনার সঙ্গেসঙ্গে মনোভাবের প্রতিই তাঁর প্রধান দৃষ্টি নিবদ্ধ, সেখানে এরূপ মিল, মাঝেমাঝে যা অসম্ভবও মনে হতে পারে, তাও দৃষ্টিকটু মনে হবে না, তবে সবকিছুর মধ্যে যেন বাস্তবতাটি বজায় থাকে।

'সুবর্ণরেখা' ছবিতে যদি অভিরাম আর সীতা, হরপ্রসাদ আর ঈশ্বরের সমস্যাকে যথাযথ মূর্ত করে থাকতে পারি তবে অভিরামের মায়ের মৃত্যু, পতিতালয়ে ঈশ্বরের সীতাকে আবিষ্কার প্রভৃতি ঘটনাকে খুব অসম্ভব বলে ঠেকবে না।

বিভক্ত জরাজীর্ণ বাংলার যে-রূপ আমরা প্রত্যক্ষ করছি দিনের পর দিন, তার ঐ পতিতালয়ে সীতার মতই দশা। আর আমরা অবিভক্তবঙ্গের বাসিন্দেরা যেন উন্মত্ত নিশাযাপনের পর আচ্ছন্নদৃষ্টি বেঁচে আছি।''

ক) 'বাংলার পরিপূর্ণ রূপ'-টি কেমন? (৫)

খ) 'বিভক্ত বাংলার জরাজীর্ণ চেহারাটাকে লোকচক্ষে উপস্থিত করা'কে প্রাবন্ধিকের জরুরি মনে হয়েছে কেন? (৪)

গ) কোন ছবি ত্রুটিমুক্ত নয়? কেন? (১ + ৫)

অথবা

''আমাদের দেশের প্রাচীন কাল থেকে সংস্কৃতয় সমস্ত বিদ্যা থাকার দরুন, বিদ্বান্ এবং সাধারণের মধ্যে একটা অপার সমুদ্র দাঁড়িয়ে গেছে। বুদ্ধ থেকে চৈতন্য রামকৃষ্ণ পর্যন্ত— যাঁরা 'লোকহিতায়' এসেছেন, তাঁরা সকলেই সাধারণ লোকের ভাষায় সাধারণকে শিক্ষা দিয়েছেন। পাণ্ডিত্য অবশ্য উৎকৃষ্ট; কিন্তু কটমট ভাষা— যা অপ্রাকৃতিক, কল্পিত মাত্র, তাতে ছাড়া কি আর পাণ্ডিত্য হয় না? চলিত ভাষায় কি আর শিল্পনৈপুণ্য হয় না? স্বাভাবিক ভাষা ছেড়ে একটা অস্বাভাবিক ভাষা তয়ের ক'রে কি হবে? যে ভাষায় ঘরে কথা কও, তাতেই তো সমস্ত পাণ্ডিত্য গবেষণা মনে মনে কর; তবে লেখবার বেলা ও একটা কি কিম্ভূতকিমাকার উপস্থিত কর? যে ভাষায় নিজের মনে দর্শনবিজ্ঞান চিন্তা কর, দশজনে বিচার কর—সে ভাষা কি দর্শন-বিজ্ঞান লেখবার ভাষা নয়? যদি না হয় তো নিজের মনে এবং পাঁচজনে ও-সকল তত্ত্ববিচার কেমন ক'রে কর? স্বাভাবিক যে ভাষায় মনের ভাব আমরা প্রকাশ করি, যে ভাষায় ক্রোধ দুঃখ ভালোবাসা ইত্যাদি জানাই, তার চেয়ে

উপযুক্ত ভাষা হতে পারেই না; সেই ভাব, সেই ভঙ্গি, সেই সমস্ত ব্যবহার করে যেতে হবে। ও ভাষার যেমন জোর, যেমন অল্পের মধ্যে অনেক, যেমন যে-দিকে ফেরাও সে-দিকে ফেরে, তেমন কোনো তৈরি-ভাষা কোনো কালে হবে না। ভাষাকে করতে হবে—যেমন সাফ্ ইস্পাত মুচড়ে মুচড়ে যা ইচ্ছে কর—আবার যে-কে-সেই, এক চোটে পাথর কেটে দেয়, দাঁত পড়ে না। আমাদের ভাষা — সংস্কৃতর গদাই-লস্করি চাল — ঐ এক চাল নকল ক'রে অস্বাভাবিক হয়ে যাচ্ছে। ভাষা হচ্ছে উন্নতির প্রধান উপায় — লক্ষণ।

যদি বল ও কথা বেশ; তবে বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা, কোন্‌টি গ্রহণ করব? প্রাকৃতিক নিয়মে যেটি বলবান হচ্ছে এবং ছড়িয়ে পড়ছে, সেইটিই নিতে হবে। অর্থাৎ কলকেতার ভাষা। পূর্ব-পশ্চিম, যে দিক্ হতেই আসুক না, একবার কলকেতার হাওয়া খেলেই দেখছি সেই ভাষাই লোকে কয়। তখন প্রকৃতি আপনিই দেখিয়ে দিচ্ছেন যে, কোন্ ভাষা লিখতে হবে, যত রেল এবং গতাগতির সুবিধা হবে তত পূর্ব-পশ্চিমী ভেদ উঠে যাবে, এবং চট্টগ্রাম হ'তে বৈদ্যনাথ পর্যন্ত ঐ কলকেতার ভাষাই চলবে। কোন্ জেলার ভাষা সংস্কৃতর বেশি নিকট, সে কথা হচ্ছে না — কোন্ ভাষা জিতছে সেইটি দেখ। যখন দেখতে পাচ্ছি যে, কলকেতার ভাষাই অল্পদিনে সমস্ত বাঙ্গালা দেশের ভাষা হয়ে যাবে, তখন যদি পুস্তকের ভাষা এবং ঘরে-কথা-কওয়া ভাষা এক করতে হয় তো বুদ্ধিমান্ অবশ্যই কলকেতার ভাষাকেই ভিত্তিস্বরূপ গ্রহণ করবেন। এথায় গ্রাম্য ঈর্ষাটিকেও জলে ভাসান দিতে হবে। সমস্ত দেশের যাতে কল্যাণ, সেথা তোমার জেলা বা গ্রামের প্রাধান্যটি ভুলে যেতে হবে। ভাষা ভাবের বাহক। ভাবই প্রধান; ভাষা পরে। হীরে-মোতির সাজ-পরানো ঘোড়ার উপর বাঁদর বসালে কি ভালো দেখায়?"

ক) 'আমাদের ভাষা'র 'চাল' কেমন? (১)

খ) 'যে ভাষায় ঘরে কথা কও', সে ভাষার গুণ কী কী? (৫)

গ) 'বাঙ্গালা দেশের স্থানে স্থানে রকমারি ভাষা' এর মধ্যে কোনটি গ্রহণ করতে হবে এবং কেন? (১ + ৮)

২। ক) বাঙালির সাহিত্য অনুরাগের বর্তমান চেহারাটা কেমন, এ বিষয়ে একটি প্রতিবেদন লেখো। (১০)

অথবা

খ) নিচের প্রতিবেদনটির পুনর্নির্মাণ করো।

'ঝড়ে বিপর্যস্ত কলকাতা'

নিজস্ব প্রতিনিধি ঃ সম্প্রতি কলকাতা প্রকৃতির এক ভয়ঙ্কর রূপ দেখতে পেল। প্রবল ঝড়ে ব্যাপকভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হল কলকাতা ও নিকটবর্তী অঞ্চল। দামিনী, প্রবল ঝড়ো হাওয়া ও বৃষ্টিতে বিপর্যস্ত হল জনজীবন। প্রকৃতির কোলে লীন হল পনেরোটি তাজা প্রাণ। বৈজ্ঞানিক প্রযুক্তির অগ্রগতি কী আটকাতে পারল এই মহাপ্রয়াণকে? একবিংশ শতাব্দীর এই দ্বিতীয় দশকে এসে মনে হয় প্রকৃতির কাছে আজও আমরা কত অসহায়! জীবন ক্ষণস্থায়ী, পরিবর্তনশীল; আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে তাহলে এই জীবনের পারে নিয়ন্তা কী কেউ আছে?

———— × ————